যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০১৭

target@ কেরিয়ার

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

চাকরি বাছুন নিজের প্রবণতা অনুযায়ী

পুষ্পিতা আঢ্য (কেরিয়ার গ্রুমার)

জন্মেছি যখন, তখন কর্ম আমাদের করতে হবে। আমরা কেউই কর্মবিমুখ নই। চাকরির বাজারে কাজের জগতেও যে আমাদের দরকার সেটা প্রমাণ করতে হবে আমাদেরই। তবে তার জন্য দরকার একটু ধৈর্য, নিজেকে চেনা আর আত্মবিশ্বাস। নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজের জগতে এগিয়ে যেতে হবে। নিজের ইচ্ছে বা ধরন অনুযায়ী যদি কাজ পেয়ে যান তাহলে তো পোয়াবারো। যদি কাজের ধরনগুলিও আমাদের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে তাহলে কাজটিও ভালো হয় আর কাজের জগতে নিজের একটি জায়গা তৈরি হয়। তবে এক্ষেত্রে নিজের মানসিকতা নিজে বোঝাও একটা বড় গুণ।

অনেকেই আছেন যাঁরা কাজ করতে হবে এটা ভেবে একটা যেমন-তেমন কাজ বেছে নেন। কিন্তু সেটা কাজের ক্ষেত্রে আসল দিক নয়। সবসময় টাকা রোজগারের মানসিকতা নিয়ে চাকরি করলে চলবে না। নিজের ইচ্ছেটাকেও প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন ধরুন অনেকে আছেন যাঁরা অফিসে বসে কাজ করতে ভালোবাসেন, তাঁরা অ্যাকাউন্টস বিভাগে কাজের দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন, আবার অনেকে আছেন যাঁরা লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসেন তাঁরা মার্কেটিংয়ের চাকরি করতে পারেন, এঁদের মধ্যে কেউ আবার খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে পারেন বা খুব ভালো গলার স্বর তাঁদের জন্য টেলিভিশনের অ্যাঙ্কার হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই সমস্ত দিক ভেবে চাকরির দিকে এগোলে ভালো। আসলে আপনার প্রবণতার যদি আপনি যোগ্য সদ্ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারই মঙ্গল। আত্মবিশ্লেষণ এক্ষেত্রে খুবই জরুরি একটি বিষয়। বর্তমানে বিভিন্ন দিকে চাকরি ক্ষেত্রে উপযুক্ত করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সে প্রশিক্ষণগুলি নিয়ে চাকরির বাজারে অগ্রসর হওয়া ভালো।

এরপর দু'য়ের পাতায়

নেতৃত্বদানের মাধ্যমে গড়ে তুলুন সফল কেরিয়ার

সফল কেরিয়ার বলতে আমরা নেতৃত্বদান। একজন মানুষ যদি তাঁর সঠিক কেরিয়ারের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়, তাহলে তাঁকে নেতৃত্বদানের বিষয়টিকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের সমাজে কৃতি মানুষের অভাব নেই। তাঁদের দেখে আমরা অনেক সময় ভাবি, তাঁরা এই জায়গায় অবতীর্ণ হলেন কীভাবে। কিন্তু তাঁদের ব্যর্থতার কাহিনি থেকেই যে তাঁদের উত্থান সেই দিকটা আমরা বিচার করে দেখি না। কত প্রতিকূল অবস্থার মোকবিলা করে তাঁরা তাঁদের নিজ দক্ষতা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ধৈর্যের মাধ্যমে আজ এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে নেতৃত্বের গুণাবলি। আসলে সফলতার শিখরে পৌঁছতে হলে নেতৃত্বগুণের কোনও বিকল্প নেই।

নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়?

আসুন প্রথমেই জেনে নিই নেতৃত্ব বা লিডারশিপ সম্পর্কে। নেতৃত্ব বা লিডারশিপ হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনও একটি কাজ পরিপূর্ণতা পায়। এখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে কাজ সম্পন্ন হওয়াই মূল টার্গেট। কীভাবে হল, কে কাজ সম্পন্ন করল সেটি এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়।

নেতৃত্বের গুণাবলি: কোনও কাজ সফল হতে গেলে যে গুণাবলি থাকা প্রয়োজন— ধৈর্য্য, টিমওয়ার্ক, টার্গেট ও অর্জনের প্রক্রিয়া, আন্তরিকতা, বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, আত্মবিশ্বাস, সততা, সুন্দরভাবে উপস্থাপন, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ইত্যাদি এবং যোগাযোগ।

গুণগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক—

ধৈর্য্য: কোনও কাজ সফল করতে হলে অনেক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বা লেনদেন করতে হয়। এক্ষেত্রে সবাই ভালো হবে, সবার আচরণ আপনার ভালো লাগবে এমনটি আশা করা যায় না। কিন্তু সফল হতে হলে ধৈর্য্য ধরে সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

টিমওয়ার্ক: কোনও কাজ একা সম্পন্ন করা যায় না, মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করলে তবেই সফলতা মেলে। কাজের ক্ষেত্রে অনেকের সহযোগিতা নিতে হয়। তাই টিমের সবার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে রেখে চলতে হবে।

এরপর তিনের পাতায়

শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ৩১ জন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ
- দিল্লি পুলিশ-সহ ৫ পুলিশ বাহিনিতে ২২২১ জন নিয়োগ
- নৌবাহিনিতে ৩৮৪ ট্রেডসম্যান নিয়োগ
- দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরিতে ২২ জন নিয়োগ
- অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টল সচিবালয়ে ১৬৬ জন নিয়োগ
- ইন্ডিয়ান ওয়েলে ৭১ জন কর্মী নিয়োগ
- দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ২১৭ নিয়োগ
- ভারতীয় ডাকবিভাগ নিয়োগ করবে ৪৯৮২ জন গ্রামীণ ডাকসেবক
- রাজ্য বনবিভাগ ২৫৯ জন বনকর্মী নিয়োগ করবে
- প্যাকেজিংয়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি
- প্লাস্টিক টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি
- এগ্রিকালচারে এমএসসি কোর্সে ভর্তি
- ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইনিং কোর্সে ভর্তি
- যোগা-তে রেগুলার ও পার্টটাইম ডিপ্লোমা

চারের পাতায়

পেশা যখন **সাংবাদিকতা**

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর), বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

কেরিয়ার গ্রুমিং

ভাষাও হতে পারে জীবিকা

বিশ্বায়নের খোলা হাওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা বাড়ছে। বিদেশি কোম্পানিগুলো যেমন এখানে বাণিজ্য করতে আসছে তেমনই আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলিও বিদেশের বাজার ধরতে বিদেশ পণ্য রপ্তানি করছে। বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের জন্য দরকার হয় মত বিনিময়ের। আর এই কাজের জন্যই সাহায্য নেওয়া হয় দোভাষীর।

ভাষা জানলে কী কী কাজের সুযোগ:

এইসব সরকারি ক্ষেত্রে মিলতে পারে অনুবাদকের চাকরি: লোকসভা, রাজ্যসভা, কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, বিধানসভা, কলকাতা পুরনিগম।

বিদেশি ভাষায় দক্ষ হলে কাজ পেতে পারেন এইসব ক্ষেত্রে: ১) বিদেশের ভারতীয় দূতাবাসে দোভাষীর কাজ, ২) প্রকাশনা সংস্থায় বিদেশি সাহিত্য অনুবাদ, ৩) বিদেশি বিমান সংস্থা, হোটেল, পর্যটন শিল্প, ৪) আন্তর্জাতিক কলসেন্টারে, ৫) ফরাসি, জার্মানি ও জাপানি ভাষায় দক্ষদের তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে, ৬) ভাষা বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্পোরেট ক্ষেত্রে, ৭) বিদেশি ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি পদে, ৮) সফটওয়্যার সংস্থা ও বেসরকারি আর্থিক সংস্থায় কমিউনিকেশন কনস্যালট্যান্ট হিসাবে।

দোভাষী ও অনুবাদকের কাজে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। অনুবাদককে লিখিত প্রকাশিত বিষয়ে কাজ করতে হয়, কাজের জন্য সফটওয়্যার বা ইন্টারনেটের ব্যবহার জানতে হয়। যে ভাষায় অনুবাদ করবেন সেই ভাষায় গভীর জ্ঞান থাকতে হয়। অনুবাদ মানে আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বিষয়ের মানে বুঝে ভাবানুবাদ। আর একজন দোভাষীর কাজ হল, অন্যের কথা শোনা ও তাৎক্ষণিক অনুবাদ করে অপরপক্ষকে শোনানো। দুই ভিন্ন ভাষী মানুষের মধ্যে সেতুর কাজ করেন দোভাষী বা ইন্টারপ্রেটার। বিভিন্ন ধরনের দোভাষী হয়—

১) সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রেটার: এই দোভাষীরা, যেসব মানুষ কানে শুনতে পান না, তাঁদের সঙ্গে যাঁরা শুনতে পান, তাঁদের মধ্যে কথাবার্তায় সাহায্য করেন।

২) এসকর্ট ইন্টারপ্রেটার: পর্যটক, কূটনৈতিক, বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিনিধি বা উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসাররা প্রায়ই বিদেশে যান তাঁরা সেদেশের ভাষা নাইই জানতে পারেন, তখন তাঁদের সফরসঙ্গী হন এরা।

৩) কনফারেন্স ইন্টারপ্রেটার: এইসব দোভাষীদের একইসঙ্গে কথা ঠিকঠাক বুঝে আবার তা গুছিয়ে উপস্থাপন করতে হয়। বক্তা যে বিষয়ে বলে যাচ্ছেন, দোভাষী সঙ্গে সঙ্গে তার তর্জমা করে আবার বক্তার উত্তর দেন। সাধারণত দুই দেশের কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের কনফারেন্স ইন্টারপ্রেটারদের ডাকা হয়।

অনুবাদকের কোর্স পড়ানো হয়:

১) ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়। www. ignou. ac. in. কোর্স: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট ইন বাংলা-হিন্দি ট্রান্সলেশন। যোগ্যতা: যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস।

২) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর, কলকাতা-৩২। কোর্স: ট্রান্সলেশন এজ স্কিল। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারবেন।

রাজ্যের বাইরে: ভাষা শিক্ষার জাতীয় প্রতিষ্ঠান— সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। কোর্স: ট্রান্সলেশন। ট্রান্সলেশনে সার্টিফিকেট, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি কোর্স করানো হয়। www. ciil. org.

ভাষা শিখবেন কোথায়:

১) গোর্কি সদন: রবীন্দ্রসদন। ভাষা: রাশিয়ান।

২) ইন্দো-জাপান ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ সেন্টার: ১৮/৪ প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি। কলকাতা- ১৯। ভাষা: জাপানি।

৩) ডক্ট্রিনা: ১০ সি, আনন্দ পালিত রোড, কলকাতা-৭০০০১৪। কোর্স: ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, জার্মান, পর্তুগিজ, রাশিয়ান, হিন্দি।

৪) ম্যাক্সমুলার ভবন, ৮, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা -১৯। ভাষা: জার্মান।

৫) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার: গোলপার্ক, কলকাতা-২৯। ভাষা: জাপানি, চাইনিজ, ইতালি, আরবি, উর্দু, লাতিন, পর্তুগিজ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ।

৬) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস: ভাষা: ফরাসি, জার্মানি, পার্শি, হিন্দি, স্প্যানিশ।

৭) জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়া দিল্লি: ভাষা: ফরাসি, জার্মানি, আরবি, রাশিয়ান, পার্শি, চাইনিজ, উর্দু, হিন্দি।

৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: ভাষাবিভাগ, আশুতোষ বিল্ডিং (৩য় তল), কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩। ভাষা: রাশিয়ান, চাইনিজ, ফরাসি, জার্মান, কোরিয়ান, হিন্দি, পালি, তামিল, উর্দু, তিব্বতি, পার্সি, আরবি।

৯) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: ৫৬এ, বিটি. রোড, কলকাতা-৫০। ভাষা: ফরাসি, জার্মান, রুশ, জাপানি, পর্তুগিজ, ইতালি।

১০) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: ভাষা বিভাগ (আইস বিল্ডিং), কলকাতা-৩২। ভাষা: ফরাসি, জার্মান, রুশ, জাপানি, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ইতালি, হিন্দি, সংস্কৃত।

১১) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: ইনস্টিটিউট অব হিউম্যানিস্ট অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স। শান্তিনিকেতন, বীরভূম। ভাষা: ইতালি, জার্মান, ফরাসি, চিনা ও জাপানি।

সরকারি সংস্থায় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, হিসাবে চাওয়া হয় সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা শিক্ষার স্বীকৃত সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি কোর্স পাস। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার অধ্যাপনার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয় সংশ্লিষ্ট ভাষায় পোস্ট গ্র্যারজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পাস। তবে বেসরকারি সংস্থায় কাজের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের থেকে জোর দেওয়া হয় দক্ষতায়। কাজ করতে চাইলে সরাসরি বিভিন্ন সংস্থায় যোগাযোগ করতে হবে। কোনও সংস্থায় চাকরি না করে প্রাইভেট টিউশনেও ভালো রোজগারের সুযোগ আছে।

সালমা আহমেদ

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

পরিস্থিতি অনুযায়ী তৈরি করতে হবে নিজেকে

চাকরি পাওয়ার জন্য তো পড়াশোনাটা খুবই জরুরি। কিন্তু পড়াশোনার সঙ্গে সঠিক গ্রুমিং হওয়াটাও আবশ্যক। পুথিগত বিদ্যার তো প্রয়োজন আছেই সেইসঙ্গে অন্যদের দেখেও শিখতে হবে প্রয়োজনে অনুসরণ করতে হবে। একই কিংবা বেশি যোগ্যতার মানুষের মধ্যে পেশাগতভাবে নিজের জন্য জায়গা করে নিতে অসম্ভব মনের জোরের প্রয়োজন হয়।

অন্যদিকে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও গ্রামের দিকে বা মফস্বলে সেভাবে কাজের সুযোগ তৈরি হয় না। তাই প্রতিদিন অজস্র ছেলেমেয়ে কাজের খোঁজে পা রাখে শহরে। বড় বড় মলগুলোতে দেখা যায় যারা সিকিউরিটি বা হাউসকিপিংয়ের কাজ করে তারা কিন্তু শহরে এসেই শহরে থেকে অন্যদের দেখে ও তাদের সঙ্গে মিশে তাদের কথা, আদবকায়দা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সব পালটে ফেলে। প্রয়োজন ও পরিবেশের সঙ্গে তারা খাপ খাইয়ে নেয়।

পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করে নেওয়ায় চাকরিতে টিকে থাকার আসল সূত্র। এই টিকে থাকার লড়াইটা শুরু হয় প্রথম ইন্টারভিউ দেওয়ার দিন থেকেই। তাই ইন্টারভিউ দেওয়ার আগেই নিজেকে গড়েপিটে প্রস্তুত করে নিতে হবে। ইন্টারভিউয়ের আগে প্রস্তুতি যত ভালো হবে ভয়ও তেমন কম হবে। তাই ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে যে সংস্থায় ইন্টারভিউ তার সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ নিতে হবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে হবে। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি এসম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

যে কোনও ইন্টারভিউয়ে যাঁরা ইন্টারভিউ নেন তাঁদের হাতে সময় খুব কম থাকে। বড়জোর পাঁচ-সাতটা প্রশ্ন করতে পারেন। এই পাঁচ-সাতটা প্রশ্নেই তাঁদের বুঝতে হয় প্রার্থীর গভীরতা কত। কোনও প্রশ্ন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে কোনও দোষ নেই। না বুঝে উত্তর দেওয়ার থেকে কথা বলে ঠিকটা জেনে নেওয়ায় ভালো। কী পড়েছেন, কোথায় পড়েছেন সেটা বড় কথা নয়, আপনার উত্তর দেওয়ার ধরন, আত্মবিশ্বাসের পরিমাণ, আর বুদ্ধিমত্তাই যাচাই করা হয় ইন্টারভিউয়ে। ইন্টারভিউয়ে নিজের গুণের কথা অবশ্যই বলুন তবে কোনও ঔদ্ধত্য না দেখিয়ে। ঔদ্ধত্য কেউ পছন্দ করে না। ভদ্র ব্যবহার আর সপ্রতিভ আচরণই সাফল্য এনে দিতে পারবে।

মফস্বল থেকে আসা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাষার সমস্যাটা বেশি দেখা যায়। যেমন, গ্রামে বা মফস্বলে ইংরেজি পড়ার ক্ষেত্রে গ্রামারে বেশি জোর দেওয়া হয়। কোনও বিদেশি ভাষাকে পুরোপুরি জানার জন্য এটাই সঠিক পদ্ধতি কিন্তু মনে রাখতে হবে, সে যখন শহরে কোনও ক্লায়েন্ট বা গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলছে তখন সেই ক্লায়েন্ট বা গ্রাহক তার ব্যাকরণগত ভুল ধরার জন্য বসে নেই বরং চলতি কথায় সহজ ইংরেজিতে সে বিষয়টা বোঝাতে পারছে কি না সেটাই বড় কথা। কোনও কথা বলে ফেলে তাতে কোনও ব্যাকরণগত ভুল হয়ে গেল কি তা ভেবে সময় নষ্ট করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। বরং সচেতন ভাবে ভুল হয়েছে বুঝেও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দ্রুত সেটি মেকাপ করতে হবে। কথ্য ইংরেজিটা অভ্যেস হয়ে গেলে সেই আত্মবিশ্বাসটাও তৈরি হয়ে যাবে। ভয়কে কখনও মনের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। ভয় চেপে বসলেই কথা বলতে গিয়ে হোঁচট খেতে হবে।

চাকরি বাছুন নিজের প্রবণতা অনুযায়ী

প্রথম পাতার পর

এবার আসি ইন্টারভিউ প্রসঙ্গে। যে কোনও মানুষেরই ইন্টারভিউ নিয়ে একটা প্রস্তুতি থাকে। যেখান থেকে ইন্টাভিউয়ের ডাক এল সেখান থেকে, সেই কোম্পানি সম্পর্কে যদি আপনি না জেনে গিয়ে পরীক্ষকদের মুখোমুখি হন, তাহলে ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সামনে আপনি বোকা বনে যেতে পারেন। তাই দরকার কোম্পানি সম্পর্কে স্বল্পবিস্তর ধারণা।

তবে এক্ষেত্রে আরও একটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে আপনার বায়োডাটা। তেমন দরকার হলে কোনও বিশেষজ্ঞকে দিয়ে আপনার বায়োডাটা তৈরি করান। যা আপনাকে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে সঠিকভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে সাহায্য করবে। তবে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে যতটা সম্ভব আত্মবিশ্বাস নিয়ে উত্তর দিতে হবে। কারণ, পরীক্ষকরা নানাভাবে আপনাকে অজস্র প্রশ্ন জিগ্যেস করে বিব্রত করার চেষ্টা করবেন। যতটা সম্ভব আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য সহকারে উত্তর দিতে হবে। কোনওভাবেই মাথাগরম করা যাবে না। এছাড়ার ইন্টারভিউতে গ্রুপ ডিসকাশন থাকতে পারে। সেখানেও আপনাকে সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য পেশ করতে হবে। কোনওভাবেই তর্কের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। কাউকে থামিয়ে দিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করবেন না, বন্ধুত্বসুলভ আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করতে হবে। কখনও পরীক্ষকের কথাবার্তায় আহত হবেন না। এইরকম পরিস্থিতি হতে পারে একজন প্রার্থী বেশি জানতেই পারেন পরীক্ষকের থেকে, কিন্তু সেক্ষেত্রে পরীক্ষককে বুঝিয়ে বলতে হবে। তাঁকে অন্য রকমভাবে বলা যেতেই পারে, আপনি যেভাবে বলছেন সেইভাবে কাজটি করা সম্ভব তবে আমি আপনার জায়গায় থাকলে কাজটি এইভাবে করতাম। কারণ মনে রাখতে হবে, আপনি যদি ইন্টারভিউতে নির্বাচিত হন, তাহলে আপনার নিজের সম্মানটা ধরে রাখা জরুরি একটি বিষয়। কোনওভাবেই সেটিকে নষ্ট করে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার কোনও কারণ নেই।

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান,
সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য ‘target@কেরিয়ার’-এ
আপনারা কী কী জানতে চান
jugasankha.suppli@gmail.com

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০১৭

কম পুঁজিতে কয়েক ব্যবসা

ব্যবসা করতে হলেই যে সব সময় অনেক পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় নামতে হয় তা একেবারেই নয়। কম পুঁজি নিয়েও ব্যবসা শুরু করা যায়। ব্যবসা করতে গেলে সবসময় বাজারে টিকে থাকার জন্য নতুন কিছু ভাবনা বা বৈচিত্র্য আনতেই হয়। কম পুঁজিতে ব্যবসা করতে গেলে সবসময় মাথায় রাখতে হবে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার কথা। সেরকমই কয়েকটি ব্যবসার কথা তুলে ধরা হল—

লিকুইড ডিটারজেন্ট তৈরির ব্যবসা

এই ব্যবসা শুরু করতে গেলে প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে লিক্যুইড সোপ এবং লিক্যুইড ডিটারজেন্ট কিন্তু এক জিনিস নয়। মোটামুটি ৫০,০০০ টাকার পুঁজি নিয়ে কোনও যন্ত্রপাতি ছাড়াই এই ব্যবসা করা যায়। শুধু একটি ঘর লাগবে।

কী কী লাগবে: লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরিতে লাগবে ১) অ্যাসিড স্লারি, ২) কস্টিক সোডা, ৩) ইউরিয়া, ৪) ফোম বুস্টার, ৫) সুগন্ধি, ৬) প্লাস্টিকের কৌটো বা ক্যান, ৭) pH কাগজ, ৮) জল।

লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরির এইসব উপাদান পাওয়া যায় কলকাতার বনফিল্ড লেন ও আর্মেনিয়ান স্ট্রিটের বিভিন্ন দোকানে। pH কাগজ পাবেন যে কোনও বড় ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম বিক্রির দোকানে।

তৈরির পদ্ধতি: প্রথমে একটা বড় পলিথিনের গামলায় পরিষ্কার জল নিন, এবার ওই জলে অ্যাসিড স্লারি মিশিয়ে দিন। এই অ্যাসিড স্লারি দেখতে অনেকটা রেড়ির তেলের মতো। তাই অ্যাসিড স্লারি কখনোই পুরোপুরি জলে মিশবে না। কস্টিক সোডা, সাদা রঙের মিছরির দানার মতো দেখতে। অ্যাসিড স্লারি ও জলের মিশ্রণে কস্টিক সোডা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রণটি গরম হতে শুরু করবে ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ফেনাও হতে পারে। কস্টিক সোডা গলতে শুরু করলেই ইউরিয়া ঢেলে দিতে হবে। তাতে ফেনা মরে যাবে। এরপর কাঠের খুন্তি বা হাতা দিয়ে মিশ্রণটি ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে। লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরি হয়েছে কিনা দেখার জন্য একটি হলুদ রঙের pH কাগজ ওই মিশ্রণে ডোবাতে হবে। যদি কাগজটির রং লালচে হয় তবে বুঝতে হবে লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরি। সবশেষে ওই মিশ্রণে ফোম বুস্টার ও সুগন্ধি ঢেলে নেড়ে প্লাস্টিকের কৌটোয় বা ক্যানে ঢেলে ফেলতে হবে।

গ্রামের উদ্যমী ব্যবসাতে যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁরা এই লিক্যুইড ডিটারজেন্ট তৈরি করে শহরের বাজারে দিতে পারেন। এই ব্যবসার মাধ্যমে মাসে আনুমানিক ২০-২৫ হাজার টাকা উপার্জন সম্ভব।

কীটনাশক চক তৈরি

পিঁপড়ে, আরশোলা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে রান্নাঘর, খাবারঘরে কীটনাশক চকের ব্যবহার হয়।

মাত্র ১০-১৫ হাজার টাকার পুঁজিতেই এই কীটনাশক চকের ব্যবসা হতে পারে।

কী কী লাগবে: ১ কিলোগ্রাম সামগ্রী তৈরি করতে লাগবে ৮০০ গ্রাম প্লাস্টার অব প্যারিস, ১০ গ্রাম গ্যামাক্সিন পাউডার, ১০০ গ্রাম সিমেন্ট ও পরিমাণ মতো জল। কাঠামো তৈরির জন্য দরকার ডাইস। আকার অনুযায়ী ডাইস তৈরি করিয়ে নেওয়া যায়, আবার কিনতেও পাওয়া যায়। খরচ পড়বে ২৫০০-৩০০০ টাকা।

তৈরির পদ্ধতি: প্লাস্টার অব প্যারিস, গ্যামাক্সিন পাউডার ও সিমেন্ট প্রয়োজন মতো মিশিয়ে জল দিয়ে তরল করলে ফেভিকল আঠার মতো দেখতে হবে এরপর ডাইসে ঢেলতে হবে। দেখতে হবে চকের মতো সরু ও লম্বা মুখ। এরপর রোদে শুকিয়ে প্যাকেজিং করতে হবে।

এই ব্যবসায় ন্যূনতম পুঁজি লাগিয়ে মাসে আনুমানিক ২০-২৫ হাজার টাকা উপার্জন করা যেতে পারে।

শৌচালয়ের ফ্রেশনার তৈরি

শৌচাগারের ভ্যাপসা গন্ধ দূর করার, জন্য ফ্রেশনার তৈরি করা যেতে পারে। ২৫-৩০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়েই শুরু করতে পারেন।

কী কী লাগবে: ১) নিম ১ লিটার ২) ডিস্টিল্ড ওয়াটার, ৭০০ ml. ৩) কর্পূর ২৫-৩০ গ্রাম, ৪) কাচের পাত্র বা ড্রাম, মগ।

তৈরির পদ্ধতি: যাবতীয় উপাদান নির্দিষ্ট অনুপাতে কাচের পাত্রে, বা ড্রামে মিশিয়ে ছোট ছোট বোতলে ভরতে হবে। এরপর বোতলে লেবেলিং করে বিক্রির উপযোগী করতে হবে।

ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্যাকেজিং খুব ভালো হতে হবে। প্রথমদিকে পরিচিতদের মধ্যে দিন। এরপর স্থানীয় দোকানে দিতে পারেন। এইভাবেই নেটওয়ার্ক তৈরি করে ব্যবসা বাড়াতে পারবেন।

এই ব্যবসায় ন্যূনতম পুঁজি লাগিয়ে মাসে আনুমানিক ২০-২৫ হাজার টাকা উপার্জন করা যেতে পারে।

জামার বোতাম তৈরি

কী কী লাগবে: কাঁচামাল লাগবে, উন্নত মানের পলিপ্রপিলিন বা HDPE দানা। এই দানা সস্তায় পাবেন বড়বাজার এলাকায়।

বোতাম তৈরির জন্য লাগে ১) ওয়েস্ট কাটিং মেশিন, ২) ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিন।ওয়েস্ট কাটিং মেশিন বিভিন্ন মাপের পাওয়া যায়। ছোট মেশিনে ঘণ্টায় প্রায় ১৫ কেজি পাউডার তৈরি হয়। মেশিন চালাতে লাগে ৩ হর্স পাওয়ারের মোটর। ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিনও পাওয়া যায় বিভিন্ন মাপের। উপাদিত সামগ্রীর ওজন যত আউন্সের হবে ঠিক তত আউন্সের মেশিন কিনতে হবে। অন্যান্য সরঞ্জামের মধ্যে লাগবে মোল্ড বা ছাঁচ।

২ জন অপারেটর ও একজন বিপণন কর্মী নিয়েই এই ব্যবসা শুরু হতে পারে।

তৈরির পদ্ধতি: প্লাস্টিকের এইসব সামগ্রী তৈরি হয় মূলত ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মিশনে। উপাদিত সামগ্রী কত আউন্সের ওজনের হবে, তার ওপর নির্ভর করে ওই পরিমাপের ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিন কিনবেন। ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিনের একধারে বা, ওপরে থাকে একটি বড় ফানেল। ওই ফানেলের মধ্যে পলিপ্রপিলিন বা, HDPE ফেলে দিতে হয়। ফানেলের নীচে ফাঁপা দণ্ডের গায়ে থাকে ইলেকট্রিক হিটার। পলিপ্রপিলিন দানা ওই ফাঁপা দণ্ডের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় হিটারের গরম তাপে গলে যায়। তারপর ওই গলা তরল পলিপ্রপিলিন নীচে রাখা ছাঁচে গিয়ে পড়লে ছাঁচের আকৃতি নেবে। এরপর ওই ছাঁচ খুলে ঠান্ডা করলে ছাঁচের মধ্যে থেকে প্লাস্টিকের ওই সামগ্রী বার হয়ে আসবে। এরপর ওই সামগ্রী পালিশিং মেশিনে ঘষে উজ্জ্বল করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার পুঁজি নিয়ে আরম্ভ করা যায়। মার্কেটিং ঠিকমতো হলে মাসে আনুমানিক ৩০-৪০ হাজার টাকা উপার্জন সম্ভব।

নেতৃত্বদানের মাধ্যমে গড়ে তুলুন সফল কেরিয়ার

প্রথম পাতার পর

আবার সময়মতো নির্দিষ্ট পরিচালনার মাধ্যমে সকলের কাজ থেকে কাজও আদায় করে নিতে হবে।

টার্গেট ও পরিকল্পনা: নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। সেইসঙ্গে দরকার পরিকল্পনা। আমি কোন পদ্ধতিতে কাজ করব। কীভাবে এগিয়ে যাব, আগে থেকেই তা পরিষ্কারভাবে ঠিক করে নিতে হবে। অন্যথায় সফলতার মুখ দেখা যাবে না।

আন্তরিকতা: আন্তরিকতা ছাড়া ভালোভাবে কাজ করা যায় না। মন থেকে অনুভব না করলে কোনও কিছুই সুন্দর হয় না। তাই কাজ সম্পর্কে এবং সংশ্লিষ্ট সবার ব্যাপারে আন্তরিক হওয়া আবশ্যক।

বিষয় সম্পর্কে ধারণা: যে কাজটি করতে হবে সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। কোনও কাজে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকলে সফল হওয়া যায় না।

আত্মবিশ্বাস: আত্মবিশ্বাস ছাড়া কোনও কাজেই সফলতা আশা করা যায় না। মনে করা যায়, যে কাজে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে কাজ করা যায়, তাতে সফলতা আসতে বাধ্য। আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করা মানেই সিংহভাগ কাজ করে ফেলা।

আত্মবিশ্বাস মানে নিজেকে চেনা। নিজের সৃজনশীলতার ওপর আস্থা রাখা। হীনমন্যতা দূর করা।

সততা: সততা একজন মানুষের মূলধন। যে কোনও প্রতিষ্ঠিত মানুষকে প্রশ্ন করলেই জবাব আসবে, সততাই আমাকে এই অবস্থানে এনেছে। সততা এমন একটি জিনিস যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। এই গুণকে মানুষ বিশ্বাস ও সম্মান করে। সফলতার জন্য সততার বিকল্প নেই।

সুন্দরভাবে উপস্থাপন: আপনার সহকর্মী, দায়িত্বশীল ও বন্ধুদের কাছে আপনার ইচ্ছা ও বক্তব্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে। না হলে ভালো ফল আশা করা কঠিন। অনেক সময় সুন্দরভাবে উপস্থাপনার কারণে বেশ কঠিন কাজও খুব সহজে হয়ে যায়। এটি নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান গুণ। খেয়াল করলে দেখবেন বিশ্বের অনেক নেতাই সুন্দরভাবে কথা বলতে পারতেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কথাই ধরুন। তিনি কিন্তু ভাষণ দিয়েই বাজিমাত করেছেন।

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা: মনে রাখবেন, আপনার প্রতি সমাজের অনেক অবদান আছে। তাই সমাজের জন্য আপনার অনেক কিছু করার আছে। শুধু নিজের উন্নয়ন নয়, সামগ্রিকভাবে যাতে সমাজের উন্নয়ন হয় সেটাই আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত।

যোগাযোগ: একটি সংস্থায় কাজ করতে হলে সকলকে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে একটি জায়গায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়া খুব দরকার। যাতে সকলের কাছে যে নেতৃত্ব দিচ্ছে তার সেই বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হয়।

কৌশলগুলি আয়ত্ত করে নিতে পারলেই অনায়াসেই সফল কেরিয়ার গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা (ব্যবসা-সংক্রান্ত)

● পাঁপড় তৈরির জন্য মেশিন কিনতে চাই। কোথায় পাওয়া যাবে ও দাম কীরকম হবে জানালে উপকৃত হব।

দীনেশ পাল, ডায়মন্ডহারবার

মেশিন চালানোর জন্য ২২০ ভোল্ট বিদ্যুতের দরকার হবে। ঘণ্টায় ৪০ কেজি পাঁপড় উৎপাদনের উপযোগী মেশিনের দাম কমবেশি দেড় লক্ষ টাকা। সঙ্গে মিক্সিং মেশিন ও ড্রায়ার মেশিনের দরকার হবে। মিক্সিং মেশিনের দাম কমবেশি ৪০ হাজার টাকা ও ৮০ হাজার টাকা। কলকাতার ক্যানিং স্ট্রিট (কলকাতা-১) ও গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের (কলকাতা-১৩) মেশিনপত্র বিক্রির দোকানগুলিতে সব সরঞ্জাম সহ পাঁপড় তৈরির মেশিন কিনতে পাওয়া যাবে।

● শেভিং ক্রিম তৈরি করে বিক্রি করতে চাই। কোথায় তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় জানালে উপকৃত হব।

মৃণাল সাহা, বসিরহাট

স্বনিযুক্তি সহায়ক প্রতিষ্ঠান 'প্রগতি' শেভিং ক্রিম তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়। প্রগতি নর্থ ঘোষ পাড়া গ্যাসগিট রোড, বালি, হাওড়া। ফোন: ২৬৭১-০২৯২। ওয়েবসাইট: www.pragatitic.org

● মৌমাছি পালনের জন্য বাক্স বসানো হয়। প্রতি বাক্স থেকে গড়ে কী পরিমাণ মধু পাওয়া যেতে পারে জানালে সুবিধে হয়।

সন্তোষ নিয়োগী, হুগলি

ভারতীয় প্রজাতির মৌমাছি পালন করলে প্রতিটি বাক্স থেকে বছরে গড়ে ২০ কেজি মধু পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য মধু উৎপাদিত হবে অক্টোবর থেকে জুন, এই ৯ মাস। বছরে ১০,০০০ কেজি মধু উৎপাদনের ব্যবস্থা করা গেলে বছরে অন্তত ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা থাকে আনুসঙ্গিক সব খরচ বাদ দিয়ে। সেক্ষেত্রে ১০০০ কেজি মধু উৎপাদনের জন্য অন্তত ৫০টি বাক্সে মোমাছি পালনের দরকার হবে।

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা (চাকরি-সংক্রান্ত)

● ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন কর্তৃক আয়োজিত স্পেশ্যালিস্ট অফিসার-২০১৭ পরীক্ষাটি হয়েছিল জানুয়ারি মাসে এবং ইন্টারভিউ মার্চ মাসে। এই দু'টি পরীক্ষার কম্বাইন্ড ফল কবে ঘোষণা করা হবে?

মিনা বিশ্বাস, উত্তর ২৪ পরগণা

ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশান (আইবিপিএস) পরিচালিত স্পেশ্যালিস্ট অফিসার ২০১৭ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে এই ওয়েবসাইট: www.ibps.in

রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা রোল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড বা জন্ম-তারিখের সাহায্যে প্রার্থীরা ফল দেখতে পারবেন।

● কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর করেছি। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে আবেদন করতে হলে কী ধরনের শিক্ষাগত থাকা দরকার।

চঞ্চল মহাপাত্র, বারাসাত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে মোট ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। পাশাপাশি, মাধ্যমিক বা সমতুল, উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল, স্নাতক– সব স্তরেই মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। এছাড়া প্রার্থীকে অবশ্যই নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। তবে ইউজিসি স্বীকৃত পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে নেট বা সেট বা স্লেট উত্তীর্ণ না হলেও চলবে। তফসিলি প্রার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর নম্বরে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। আপনি যদি ইউজিসি স্বীকৃত পিএইচডি করে থাকেন এবং তা যদি ১৯-৯-১৯৯১ সালের আগে করা হয়, তাহলে স্নাতকোত্তরের নম্বরে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। ওয়েবসাইট: www.pscwb.org.in

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০১৭

পেশা যখন **সাংবাদিকতা**

সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিকতার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিচ্ছে। পরবর্তী জীবনে সাংবাদিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান কি না, তা না জেনেই শুধুমাত্র ছাত্রজীবনে হাত খরচ চালাতে এসেছেন সাংবাদিকতায়। কিন্তু কাজ করতে করতে পেশাটিকে ভালবেসে ফেলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন তুখোড় সাংবাদিক হিসেবে।

বর্তমান প্রজন্মে অনলাইন সাংবাদিকতা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, তথ্যপ্রযুক্তি আসলে সাংবাদিকদের জন্যই উদ্ভাবন করা হয়েছে। সাংবাদিকতার কাজে টাইপ-রাইটার, ফিল্ম ভর্তি ক্যামেরা, কালি ভর্তি কলম বা হাতে নোটবুক— এসবের দিন ফুরিয়ে গেছে। নতুন প্রযুক্তি নিয়ে নতুন যুগের সাংবাদিক তাই আবির্ভূত হয়েছেন ডিজিটাল সাংবাদিক হিসেবে। বহনযোগ্য ল্যাপটপ বা নোটবুক, কম্পিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার, পেনড্রাইভ ইতিমধ্যেই সাংবাদিকের আয়ত্বে এসে গেছে। পরবর্তী প্রজন্মের টেকনোলজি ট্যাবলেট, থ্রি-জি স্মার্ট ফোন, নতুন ডিভাইস 'ফ্যাবলেট' এখন অগ্রসর নাগরিকদের হাতের মুঠোয়। বিভিন্ন ওয়েবসাইট নিউজ অ্যাপে অনেকে নিজেদের সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছেন। আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন? আপনি চাইলে ডিজিটাল সাংবাদিকতায় নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলতে পারেন।

সাংবাদিকতায় টিকে থাকতে চাইলে মনে রাখতে হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

১) মন দিয়ে শোনা একজন সাংবাদিকের জন্য অন্যতম প্রধান গুণ।

২) যে বিষয় নিয়ে লিখছেন বা লিখবেন তার সম্পর্কে স্পষ্ট বোঝাবুঝিও নির্ভর করে দেখা ও শোনার উপর। আর লেখায় নিজস্ব স্টাইল তৈরি করার বিষয়টি তো বলাই বাহুল্য।

৩) বানান, ব্যাকরণ ও যতিচিহ্নের ব্যবহারে গুরুত্ব দিন। আপনি ইংরেজি বা বাংলা, যে ভাষাতেই লিখুন না কেন, এই তিনটি বিষয়ে দক্ষতা তৈরি করতে না পারলে সময় নষ্ট হবে, বাড়বে পরিশ্রম, পিছিয়ে যাবেন আপনি।

৪) মানুষ ও মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে আগ্রহ একজন সাংবাদিকের কাজের মূল ভিত্তি। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখার অভ্যাস তৈরি করুন।

৫) ডায়েরি, নোটবুক বা আপনার স্মার্টফোনে টুকে রাখুন প্রয়োজনীয় তথ্য, নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, তারিখ। এই অভ্যাসের উপকার পাবেন পেশাজীবনের প্রতিটি দিন।

৬) ট্যুইটারে আপনি সহজে পেতে পারেন নানা রকম খবর। ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট না থাকলে খুলে ফেলুন।

৭) নটা-পাঁচটা চাকরির রুটিনবাঁধা জীবনের দিকে ঝোঁক থাকলে জেনে নিন, সাংবাদিকতা আপনার জন্য নয়। রাত বা দিন— যে কোন শিফটে কাজ করতে প্রস্তুত না থাকলে কোনও সংবাদমাধ্যমে কাজ করাই হয়তো আপনার জন্য সম্ভব হবে না, হোক সেটা প্রিন্ট বা টেলিভিশন। একজন সাংবাদিকের জীবনে শিফটের চেয়ে সংবাদ বেশি গুরুত্ব রাখবে।

৮) নিজের শক্তি ও দুর্বলতা দুটোই ভালোভাবে জানুন। ইন্টারভিউতে নিজেকে উপস্থাপন করতে হলে দুটোই জানা ও গুছিয়ে বলা প্রয়োজন হতে পারে।

কোথায় পড়বেন সাংবাদিকতা?

প্রথমেই জানিয়ে রাখি, রাজ্যে বা রাজ্যের বাইরে স্নাতকোত্তর স্তরে এমএ কিংবা পিজি ডিপ্লোমা হিসেবে সাংবাদিকতা (কোথাও মাস কমিউনিকেশন নাম দিয়ে) পড়ায়, এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই ভর্তির জন্য প্রথমে লিখিত একটি পরীক্ষায় বসতে হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার তিনটি পাঠ্যক্রম আছে।

(১) মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজমে এমএ। (২) পিজি ডিপ্লোমা ইন মাস কমিউনিকেশন। (৩) পিজি ডিপ্লোমা ইন মিডিয়া স্টাডিজ।

তিনটি ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা প্রবেশিকা হয়।

অন্যদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিজি ডিপ্লোমা ইন মাস কমিউনিকেশন পাঠ্যক্রমটিতে ভর্তির জন্য যে লিখিত পরীক্ষা হয়, তাতে সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক ও 'মাল্টিপল চয়েস' ধরনের প্রশ্ন থাকে।

রাজ্যের বাইরে পুণের সিমবায়োসিস ইনস্টিটিউট অব মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনে (এসআইএমসি) পড়ানো হয় মাস্টার্স ইন মাস কমিউনিকেশন। এতে ভর্তি হতে গেলে বসতে হয় সিমবায়োসিস ন্যাশনাল অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা স্ন্যাপে।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন (আইআইএমসি)-এও সাংবাদিকতা পড়া যায়। নয়াদিল্লি, ওড়িশার ঢেঙ্কানলে, অমরাবতী, আইজল ও জম্মুতে রয়েছে আইআইএমসি-র শাখা। এখানে পিজি ডিপ্লোমা ইন ইংলিশ জার্নালিজম, পিজি ডিপ্লোমা ইন রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন জার্নালিজম এবং পিজি ডিপ্লোমা ইন অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস পাঠক্রম আছে।

দেশের সেরা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম আর একটি এশিয়ান কলেজ অব জার্নালিজম। চেন্নাইয়ের এই প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম। এছাড়া, পরীক্ষা দিয়ে যে কোনও বিষয়ের স্নাতকরাই ভর্তি হতে পারেন মনোরমা স্কুল অব কমিউনিকেশন, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মতো প্রতিষ্ঠানে। এ রাজ্যে বর্ধমান, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস কমে এমএ পড়ার জন্য যে লিখিত পরীক্ষা হয়, সেখানেও জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সমস্ত প্রবেশিকার ক্ষেত্রেই নিয়মিত সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক নিউজ ম্যাগাজিন পড়া, নিয়ম করে নিউজ চ্যানেল দেখা, সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর যে সব মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলির উপর নজর রাখা খুবই জরুরি।

পেশা যখন **ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনিং**

কেরিয়ার অপশন হিসেবে এমন মজাদার ও আকর্ষণীয় চাকরি কিন্তু আজকের বাজারে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। কী এই ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনিং? খায়, না মাথায় দেয়?

ব্যাপারটা কী?

ধরো, তুমি চা বানানো শিখতে চাও। প্রথমে পরিমাণমতো জল নাও, তারপর সেটাকে ফোটাও, তারপর... এইভাবে পরপর স্টেপগুলো লিখে দিলে নিশ্চয়ই তুমি ব্যাপারটা বুঝবে এবং চা বানিয়েও ফেলবে। কিন্তু ওই স্টেপগুলো লিখে দেওয়ার পাশে-পাশে যদি একটা করে ডায়াগ্রাম এঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হত, তাহলে কি ব্যাপারটা আরও প্রাঞ্জল হয়ে উঠত না? ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনারদের কাজটা খুব সোজা করে বলতে গেলে ওই ডায়াগ্রামগুলো এঁকে দেওয়ার কাজ। শুধু ওরকম ডায়াগ্রামই নয়, যে কোনওরকম লেখাপড়া বা ইনস্ট্রাকশনকে পাঠকের কাছে আরও সহজবোধ্য, আরও আকর্ষক করে তোলাই এঁদের চ্যালেঞ্জ।

কী কাজে লাগে: দিন-দিন ই-লার্নিং, অর্থাৎ কিনা ইন্টারনেটে লেখাপড়া করাটা আমাদের অভ্যেসে পরিণত হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সেই অভ্যেস আরোই বাড়বে বই কমবে বলে মনে হচ্ছে না। ওদিকে ইন্টারনেটের মজা হচ্ছে এই যে, কোনও বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য টাকা খরচ করে যে ওয়েবসাইটগুলো খুলতে হয়, সেগুলোকে বাদ দিলে নেট-দুনিয়ায় ফ্রি সাইটসের সংখ্যা কিন্তু প্রচুর। তথ্য মোটামুটি সবেতেই একই রকম পাওয়া যায়। তাহলে আমি আমার ওয়েবসাইটে লোক টানব কী করে? উপায় একটাই। ওয়েবসাইটকে সহজবোধ্য করে তোলা। যে সাইট যতখানি জলবতরলম, তার প্রতি মানুষের আগ্রহও ততই বাড়বে। এখানেই প্রয়োজন ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনারদের। আইটি সেক্টরগুলোয় চাকরির শুরুতে (বা মাঝেও) অল্প সময়ে শয়ে-শয়ে এমপ্লয়িকে কাজের ধরন-ধারণ শেখানো দরকার। এই প্রশিক্ষণকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তোলার জন্যও দরকার ওই ডিজাইনারদেরই।

দেশে-বিদেশে চাকরির বাজার: ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনিংয়ের চাহিদা সারা বিশ্বেই উত্তরোত্তর বাড়ছে। ভারতেও দিন-দিন IT (Information Technology) অথবা KPO (Knowledge Proc-ess Outsourcing) অর্গানাইজেশনগুলোর বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে-সঙ্গে ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনারদের চাহিদাও বাড়ছে। যে কোম্পানিগুলো এই মুহূর্তে এ দেশে এই চাকরি অফার করছে: WIPRO Technologies, NIIT, Tata Interactive Systems, Lionbridge, APTECH, ElementK, Mentorware, IBM, Accenture, Convergys, Aditya Birla Group, Reliance Industries ইত্যাদি।

চাকরির সঙ্গে-সঙ্গেই আসে পারিশ্রমিকের প্রশ্ন। সেক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি, এ কাজে দক্ষিণাও জোটে ভালো রকমই। এ দেশে এই চাকরি করে মাসে ১৫,০০০ থেকে শুরু করে ১,৩৫,০০০ টাকা পর্যন্তও পাওয়া যেতে পারে।

আর কপাল ঠুকে যদি এ দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়ে ভালো কোনও কোম্পানিতে এই কাজ জোটাতে পারবেন, দক্ষিণার পরিমাণেও যে তখন বিলাতি প্রাচুর্যের ছাপ পড়বে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

৫
target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০১৭

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ৩১জন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব ইনস্পেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) পদে ২১ জন এবং 'সাব ইনস্পেক্টর (ওয়ার্কস) পদে ১০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য আবেদন করবেন:

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব ইনস্পেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল): কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ: ২১টি। সাধারণ ৯, ওবিসি ৭, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সাব ইনস্পেক্টর (ওয়ার্কস) : কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১০টি। সাধারণ ৫, ওবিসি ২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত।

দুটি পদের ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১৪-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। মূল বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৪২০০ টাকা।

শরীরের মাপজোখ: ছেলেদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৬৫ সেমি। আদিবাসী বা পাহাড়ি উপজাতি হলে ১৬০ সেমি। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি আর ফুলিয়ে ৮১ সেমি। বয়স যদি ২০ বছরের নিচে হয় তবে উচ্চতায় ২ সেমি ছাড় পাওয়া যাবে। ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বায় হতে হবে অন্তত ১৫৭ সেমি। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬, ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, রাতকানা বা শারীরিক কোনও ত্রুটি থাকলে আবেদনযোগ্য নয়।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন, শারীরিক মাপজোখ, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট, ইন্টারভিউ ও মেডিকেলের মাধ্যমে।

প্রথমে ১০০ নম্বরের দেড় ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং-২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। জেনারেল অ্যাওয়ারনেস -২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রিক্যাল) -৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন।

এছাড়াও ডেসক্রিপটিভ টাইপের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রিক্যাল/সিভিল) বিষয়ে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ছেলেদের ক্ষেত্রে থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, সাড়ে ৩ ফুট হাই জাম্প, ১১ ফুট লং জাম্প। মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকবে ৫ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়। আড়াই ফুট হাই জাম্প, ৮ ফুট লং জাম্প। সফল হলে হবে প্রাকটিক্যাল টেস্ট ও মেডিকেল টেস্ট।

দরখাস্তের বয়ান পাবেন: www.bsf.nic.in এই ওয়েবসাইটে। দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: জন্মতারিখের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় সার্টিফিকেট ও অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল। ওবিসি ও তফসিলিদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। এখনকার তোলা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও প্রতিটিতে ৪০ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা ৩টি খাম। ২০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট বা পোস্টাল অর্ডার। কদমতলা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলে 'IG BSF North Bengal' অনুকূলে। ডিমান্ড ড্রাফটের বেলায় পেয়েবল অ্যাট লিখতে হবে 'Kadamtala(Siliguri). গুয়াহাটি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলে 'IG BSF Guwahati'এর অনুকূলে। ডিমান্ড ড্রাফটের বেলায় পেয়েবল অ্যাট লিখতে হবে 'SBI Maligaon, Code No. 0229' আর পোস্টাল অর্ডারের ক্ষেত্রে পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'GPO Guwahati'. মহিলা, তফসিলি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না।

'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব ইনস্পেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে দরখাস্ত ভরা খামের ওপর ক্যাপিটাল লেটারে লিখবেন: Application for direct recruitment to the post of Junior Engineer/Sub Inspector (Electrical) in BSF Engg. Setup-2017. সাব ইনস্পেক্টর (সিভিল) পদের ক্ষেত্রে লিখবেন: 'Application for direct recruitment to the post od Sub Inspector (Works) in BSF Engg. Setup-2017.

১৪ মে-র মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছনো চায়। 'কদমতলা' কেন্দ্রের ক্ষেত্রে দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Inspector General, Frontier Headquarter BSF, North Bengal, Post-kadamtala(Siliguri), Dist--Darjeeling-734011. গুয়াহাটি কেন্দ্রের ক্ষেত্রে দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Inspector General, Frontier Headquarter BSF, post-Azara, Dist. Kamrup, Guwahati (Assam)-781017.

নৌবাহিনিতে ৩৮৪ ট্রেডসম্যান

৩৮৪ জন ট্রেডসম্যান মেট নেবে ভারতীয় নৌবাহিনী। নিয়োগ হবে মুম্বই ন্যাভাল ডকইয়ার্ডে। এটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা।

শূন্যপদের বিন্যাস: সাধারণ ১৯৪। তফসিলি জাতি ৫৭, তফসিলি উপজাতি ২৯, ওবিসি ১০৪। এর মধ্যে একটি করে শূন্যপদ অস্থি, শ্রবণ ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৬৮টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল। বয়স: ২০-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ১৮০০০-৫৬৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় থাকবে চারটি পেপার। জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। প্রতিটি পত্র ২৫ নম্বরের। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.bhartiseva.com. প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২০ মে পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটোও সই এবং যাবতীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে। বিশদে জানতে এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.indiannavy.nic.in.

দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরিতে ২২

দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরিতে ২২ জন মাল্টিটাস্কিং স্টাফ নিয়োগ করা হবে। মোট শূন্যপদ ২২, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি ১৩, অসংরক্ষিত ৫।

বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ১৮০০ টাকা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাস। সঙ্গে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে ডিপ্লোমা।

বয়স: ২৩-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২৫ বছর। তফসিলি, ওবিসি ও অন্যান্য সংরক্ষিত শ্রেণিরা নিয়মানুযায়ী ছাড় পাবেন।

আবেদন করবেন নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে www.dpl.gov.in এই ওয়েবসাইট থেকে। সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট মাপের ফোটো আবেদনপত্রের সঙ্গে সেঁটে দিতে হবে। পূরণ করা আবেদনপত্র ২৩ মে ২০১৭ তারিখের মধ্যে এই ঠিকানায় পৌঁছতে হবে: Dy. Director(Admn), Delhi Public Library, S P Mukherjee Narg, Delhi 110006.

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন, জন্ম-তারিখের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও অন্যান্য জরুরি নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত জেরক্স। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

দিল্লি পুলিশ সহ ৫ পুলিশ বাহিনিতে ২,২২১ জন নিয়োগ

২২২১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট নেবে পাঁচ কেন্দ্রীয় পুলিস বাহিনি ও দিল্লি পুলিশ। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল ও দিল্লি পুলিশ। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। রিক্রুটমেন্ট অব সাব-ইনস্পেক্টরস ইন দিল্লি পুলিশ, সিএপি এফস অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরস ইন সিআইএসএফ এগজামিনেশন, ২০১৭-এর মাধ্যমে।

শূন্যপদের বিবরণ: সাব-ইনস্পেক্টর: দিল্লি পুলিশ: পুরুষ ৬১৬টি। সাধারণ ৩০৯টি, তফসিলি জাতি ৮৯, তফসিলি উপজাতি ৪২, ওবিসি ১৭৬। এর মধ্যে ১০% শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলা: ২৫৬টি। সাধারণ ১২৯, তফসিলি জাতি ৪০, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি ৬৮।

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স: পুরুষ ২৯৮টি। সাধারণ ১৫০, তফসিলি জাতি ৪৫, তফসিলি উপজাতি ২২, ওবিসি ৮১। এর মধ্যে ৩৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলা: ৪৫টি। সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১২।

সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স: পুরুষ ৭৯টি। সাধারণ ৪২, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ২১। এর মধ্যে ৯টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলা: ৯টি। সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২।

সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস ফোর্স: পুরুষ ২৪১টি। সাধারণ ১২২, তফসিলি জাতি ৩৬, তফসিলি উপজাতি ১৮, ওবিসি ৬৫। এরমধ্যে ২৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সশস্ত্র সীমা বল: পুরুষ ৭৯টি। সাধারণ ৪০, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২১। এরমধ্যে ১১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলা: ৩৫টি। সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৭।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর: সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স: পুরুষ: ৫০৭টি। সাধারণ ২৫৮, তফসিলি জাতি ৭৬, তফসিলি উপজাতি ৩৭, ওবিসি ১৩৬। এরমধ্যে ৫৬টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলা: ৫৬টি। সাধারণ ২৯, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৫।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সবক্ষেত্রেই কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট। যারা স্নাতক স্তরে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন তারাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। এনসিসি বি অথবা সি গ্রেড সার্টিফিকেটধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়স: ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩ এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক: ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ও না ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮৬ ও ৮১ সেমি। ওজন হতে হবে ৫০ কেজি অথবা উচ্চতা অনুযায়ী। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে ১৫৭ সেমি। ওজন হতে হবে উচ্চতা অনুযায়ী কিন্তু কমপক্ষে ৪৬ কেজি। উভয়ক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি: দূরের ক্ষেত্রে চশমা সহ ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১২, অথবা দু'চোখেই ৬/৯। চ্যাটালো পায়ের পাতা, ভাঙা হাঁটু, শিরাস্ফীতি, ট্যারা চাউনি, বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না। মানসিক ও শারীরিক ত্রুটিমুক্ত মজবুত স্বাস্থ্য থাকা জরুরি।

বেতন: সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ৩৫৪০০-১,১২,৪০০ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ২৯২০০-৯২৩০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মেডিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা, হবে দু'টি পেপারে। প্রথম পেপারে থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং, জেনারেল নলেজ ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কোয়ান্টেটিভ অ্যাপটিটিউড ও ইংলিশ কম্প্রিহেনশন বিষয়ক প্রশ্ন। প্রতি অংশে ৫০টি করে মোট ২০০টি প্রশ্ন হবে। মোট নম্বর ২০০। সময় ২ ঘণ্টা। দ্বিতীয় পেপারে থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ও কম্প্রিহেনশন। মোট নম্বর ২০০। ২ ঘণ্টার পরীক্ষা। উভয় পেপারেই অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে।

প্রথম পত্রের পরীক্ষা নেওয়া হবে ৩০ জুন থেকে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে। দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ৮ অক্টোবর।

পশ্চিমবঙ্গে লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র: কলকাতা। সেন্টার কোড ৪৪১০।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে— ছেলেদের ক্ষেত্রে: ১৬ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৬.৫ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ৩.৬৫ মিটার লং জাম্প। ১.২ মিটার হাইজাম্প, ৪.৫ মিটার শটপাট। মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকবে: ১৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়, ৯ ফুট লং জাম্প, ৩ ফুট হাইজাম্প। এরপর মেডিক্যাল এগজামিনেশন। প্রাক্তন সমরকর্মীদের দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে হবে না।

দরখাস্তে পছন্দের ক্রমানুসারে পদের কোড লিখতে হবে। বাহিনী ও পদ অনুসারে পোস্ট কোড: সাব-ইনস্পেক্টর: দিল্লি পুলিশ 'এ', সাব-ইনস্পেক্টর: বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স 'বি', সাব-ইনস্পেক্টর: সিআইএসএফ 'সি', সাব-ইনস্পেক্টর: সিআরপিএফ 'ডি', সাব-ইনস্পেক্টর: এসএফবিএফ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর: সিআইএসএফ 'জি'।

দুটি পর্যায়ে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.nic.in.প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে। দরখাস্ত করার আগে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন, অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। ১৫ মে পর্যন্ত অনলাইনে এবং ১৮ মে পর্যন্ত ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি জমা দিলে ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে। মহিলা প্রার্থী, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০১৭

অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস ও বিধানসভার সচিবালয়ে ১৬৬ জন নিয়োগ

১৬৬ জন কর্মী নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের বিভিন্ন পদে এবং বিধানসভার সচিবালয়ে ইংলিশ রিপোর্টার পদে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, 'ওয়েস্টবেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট এগজামিনেশন-২০১৭'-এর মাধ্যমে।

কোন পদে কত আসন:

অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস: ১৫৩টি। সাধারণ ৫৭, তফসিলি জাতি ৪২, তফসিলি উপজাতি ১১, ওবিসি-এ ২২, ওবিসি-বি ১২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমার্স গ্র্যাজুয়েট অথবা সিএ বা আইসিডব্লুএ।

ইংলিশ রিপোর্টার: ১৩টি। সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ২, ওবিসি-বি ১।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। স্নাতক স্তরে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করা এবং ১৪০টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লেখার দক্ষতা থাকা চায়।

সব ক্ষেত্রেই বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে।

বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩৬ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সর্বাধিক ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে দুই পর্যায়ে। লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে।

অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসে নিয়োগের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২ জুলাই, কলকাতা ও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে। দার্জিলিং জেলার তফসিলি উপজাতি এবং দার্জিলিং সদর, কালিম্পং ও কার্শিয়াংয়ে বসবাসকারী প্রার্থীরা দার্জিলিংয়ের কেন্দ্রগুলি থেকে পরীক্ষা দিতে পারবেন। মেন পরীক্ষা শুধু কলকাতায় হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ৬/২০১৭।

ইংলিশ রিপোর্টার পদে নিয়োগের পরীক্ষা হবে দুটি পার্টে। পরীক্ষা হবে কলকাতায় আগস্ট মাসে। পার্ট ওয়ানে থাকবে একটি পত্র, পার্ট টু পরীক্ষায় থাকবে দুটি পত্র। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১১/২০১৭।

উভয় ক্ষেত্রেই সবশেষে হবে পার্সোনালিটি টেস্ট। চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হবে অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের ক্ষেত্রে মেন পরীক্ষা, রিপোর্টারের ক্ষেত্রে পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং পার্সোনালিটি টেস্টে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে।

বেতন: ১৫৬০০-৪২০০০ টাকা। গ্রেড পে-৫৪০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.pscwbonline.gov.in. দরখাস্ত করার আগে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করতে বসার আগে পাসপোর্ট মাপের ফোটো স্ক্যান করার পর সেভ করে নেবেন। রেজিস্ট্রেশন করার সময় প্রয়োজন হবে। রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এগুলি ব্যবহার করে লগ ইন টু ইয়োর অ্যাকাউন্ট লিংকের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাটি এককালীন যারা আগে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাঁদের আর নতুন করে রেজিস্ট্রেশনের দরকার নেই। পুরনো ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন ব্যবস্থায় নেট ব্যাংকিং বা ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফি দেওয়া যাবে। সব ক্ষেত্রেই সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত টাকা মূল ফি-র সঙ্গে জমা দিতে হবে। চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে ফি জমা দিতে চাইলে ওয়েবসাইট থেকেই ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার চালান ডাউনলোড করে সেটির প্রিন্টআউট নিতে হবে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ২০ টাকা লাগবে। ১৫ মে পর্যন্ত অনলাইনে এবং ১৬ মে পর্যন্ত ব্যাংক কাউন্টারে ফি জমা দেওয়া যাবে। তফসিলি জাতি, উপজাতি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। দরখাস্ত সাবমিট করার পর একটি প্রিন্টআউট নিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে।

বিশদে জানতে দেখুন www.pscwb.org.in এই ওয়েবসাইট।

ইন্ডিয়ান অয়েলে ৭১ জন কর্মী নিয়োগ

৭১ জন কর্মী নেবে ইন্ডিয়ান অয়েল। নিয়োগ হবে হলদিয়া রিফাইনারিতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র মেটেরিয়ালস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং জুনিয়র কন্ট্রোল অ্যানালিস্ট পদে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: PH/R/01/2017.

শূন্যপদের বিবরণ: পোস্ট কোড: ১৭১: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (প্রোডাকশন)—ফোর: ৩০টি। সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৭। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ কেমিক্যাল বা রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা অথবা বিএসসি। স্নাতকস্তরে ম্যাথাম্যাটিকস, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে উভয় ক্ষেত্রেই কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস বা ফার্টিলাইজার বা হেভি কেমিক্যাল বা গ্যাস প্রসেসিং শিল্পে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড: ১৭২: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (পাওয়ার অ্যান্ড ইউটিলিটিজ - ফোর: ৯টি। সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫০% নম্বর নিয়ে মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সঙ্গে অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা মাধ্যমিক এবং ফিটার ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাস। সঙ্গে অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা বিএসসি, স্নাতক স্তরে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথামেটিক্স পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে বয়লার ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে। কেবল ডিপ্লোমাধারীদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকলে কোনও অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে।

পোস্ট কোড ১৭৩: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইলেকট্রিকাল) - ফোর: ৬টি। সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫০% নম্বর সহ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সঙ্গে কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস বা ফার্টিলাইজার বা হেভি কেমিক্যাল বা পাওয়ার প্ল্যান্টে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ১৭৪: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেকানিক্যাল)-ফোর: ১৫টি। সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩, অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫০% নম্বর সহ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। অথবা মাধ্যমিক, সঙ্গে ফিটার ট্রেডে, আইটিআই কোর্স পাস। কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস বা ফার্টিলাইজার বা হেভি কেমিক্যাল বা পাওয়ার প্ল্যান্টে সংশ্লিষ্ট কাজে ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে ১ বছর এবং আইটিআই পাস প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ১৭৫: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইনস্ট্রুমেন্টেশন)-ফোর: ৩টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সঙ্গে কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস বা ফার্টিলাইজার বা হেভি কেমিক্যাল বা পাওয়ার প্ল্যান্ট বা গ্যাস প্রোসেসিং শিল্পে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ১৭৭: জুনিয়ার মেটেরিয়ালস অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল/ ইনস্ট্রুমেন্টেশন)-ফোর: ৪টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫০% নম্বর সহ মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ১৭৮: জুনিয়র কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যানালিস্ট- ফোর: ৪টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথম্যাটিকস সহ বিএসসি। স্নাতক স্তরে ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। অথবা কেমিস্ট্রিতে ৪৫% নম্বর সহ এমএসসি। সঙ্গে কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস বা ফার্টিলাইজার বা হেভি কেমিক্যাল বা গ্যাস প্রোসেসিং শিল্পে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স: ৩০-৪-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি রা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর ক্ষেত্রে বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকলে ১ বছর বয়সের ছাড় পাওয়া যাবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নেওয়া থাকলে বয়সে ছাড় পাওয়া যাবে।

বেতন: ১১৯০০-৩২০০০ টাকা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.iocl.com. প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করা যাবে ১৯ মে পর্যন্ত। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিট করার পর এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে। বিশদে আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

২১৭ পিওন, সাফাইকর্মী, মালি

দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ২১৭ জন সাফাইওয়ালা, পাম্প অপারেটর, পিওন ও মালি নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১/২০১৭। ৩১ মে পর্যন্ত অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: wwe.cbdelhi.in.

শূন্যপদের বিন্যাস: সাফাইওয়ালা: শূন্যপদ ১৯৫। সাধারণ ৫৮, তফসিলি উপজাতি ৩০, ওবিসি ১০৭। এরমধ্যে ৩টি শ্রবণ-সংক্রান্ত ও ৩টি অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। **পাম্প অপারেটর:** শূন্যপদ ১৩। সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫। এরমধ্যে একটি আসন দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। **পিওন:** শূন্যপদ ৩। সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১। এরমধ্যে ১টি আসন দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। **মালি:** শূন্যপদ: ৬টি। সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২। এরমধ্যে ১টি দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও ১টি অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। বেতন: সাফাইওয়ালা, পিওন ও মালি পদের ক্ষেত্রে ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ১৮০০ টাকা। পাম্প অপারেটর পদের ক্ষেত্রে ৫২০০-২০২০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: **সাফাইওয়ালা:** কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে দশম শ্রেণি পাস। **পাম্প অপারেটর:** কোনও স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বা সমতুল পাস। আইটিআই বা অন্য কোনও স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে ইলেকট্রিকাল বা সমতুল ট্রেডে সার্টিফিকেট। **পিওন:** কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে দশম শ্রেণি বা সমতুল পাস। **মালি:** কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে দশম শ্রেণি বা সমতুল পাস। গার্ডেনিং বা হর্টিকালচারের কাজে জ্ঞান থাকতে হবে।

যোগায় রেগুলার ও পার্টটাইম ডিপ্লোমা

জুলাই, ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের যোগা বিষয়ে ১ বছরের পূর্ণ সময়ের ডিপ্লোমা এবং ২ বছরের অনিয়মিত সপ্তাহান্তিক ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, বেলুড়মঠ, হাওড়া। কোর্সটি পড়ানো হবে স্কুল অব ইন্ডিয়ান হেরিটেজ ডিপার্টমেন্ট অব যোগা স্টাডিজে। পুরুষ প্রার্থীরাই এই কোর্সের জন্য আবেদন যোগ্য।

১) পিজি ডিপ্লোমা ইন যোগা (রেগুলার কোর্স): সময়সীমা ১ বছর। বয়স: ৪০ বছরের মধ্যে। ২) পিজি ডিপ্লোমা ইন যোগা (অনিয়মিত সপ্তাহান্তিক কোর্স): সময়সীমা ২ বছর। বয়স: ৪০ বছরের মধ্যে। প্রার্থী বাছাই হবে ইংরেজি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ এবং শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার মাধ্যমে। ভর্তি ফি: মোট ২৪০৫০ টাকা। অ্যাডমিশন কাম রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০০০ টাকা, কশান মানি ২০০০ টাকা, কোর্স ফি ১২০০০ টাকা, পরীক্ষা ফি ২০০০ টাকা, ল্যাবরেটরি এবং প্র্যাকটিক্যাল ফি ৩০০০ টাকা। আইকার্ড-এর জন্য ৫০ টাকা। আউট রিচ প্রোগ্রামের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০০ টাকা এবং কোর্স ফি ৩০০০ টাকা।

আবেদন ফি ৩০০ টাকা। এই টাকা ফর্ম জমা করার সময় ক্যাশে দিতে পারেন অথবা ডাকযোগে পাঠালে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে পারবেন। বেলুড় মঠ, হাওড়াতে প্রদেয় Ramkrishna Mission Vivekananda University-এর অনুকূলে ডিডি দেবেন।

আবেদন করতে হবে অফলাইনে নির্ধারিত ফর্মে। এছাড়াও yoga.rkmvu.ac.in এই ওয়েবসাইট থেকেও ফর্ম ডাউনলোড করে নেওয়া যেতে পারে। সঠিকভাবে পূরণ করা ফর্ম সরাসরি গিয়ে বা ডাকযোগে জমা করতে পারেন এই ঠিকানায়: The Registrar, Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math, Howrah 711202, West Bengal. ফর্ম সংগ্রহ করার ও জমা করার শেষ তারিখ ১৫ জুন।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০১৭

ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইন কোর্সে

ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইনের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি নেবে রাজস্থানের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইন। কোর্সগুলি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ রাজস্থান দ্বারা স্বীকৃত। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ২৮ মে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। কোর্স শুরু হবে জুলাইয়ে।

স্পেশালাইজেশন অনুসারে: ব্যাচেলার ইন ডিজাইন-এর কোর্সগুলি হল: ফায়ার্ড মেটেরিয়াল ডিজাইন, হার্ড মেটেরিয়াল ডিজাইন, সফট মেটেরিয়াল ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন। আসনসংখ্যা: বিষয়প্রতি ২৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর।

স্পেশালাইজেশন অনুসারে: মাস্টার ইন ডিজাইন এর কোর্সগুলি হল: ফায়ার্ড মেটেরিয়াল স্পেশ্যালাইজেশন, হার্ড মেটেরিয়াল স্পেশালাইজেশন, সফট মেটেরিয়াল স্পেশালাইজেশন। আসন সংখ্যা: বিষয়প্রতি ২০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: আর্কিটেকচার বা ডিজাইন, ফ্যাশন বা ফাইন আর্ট, টেক্সটাইল অ্যান্ড ক্লোদিং এর মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। যে কোনও শাখায় স্নাতকরাও আবেদনের যোগ্য। সেক্ষেত্রে কারুশিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে ঝোঁক থাকতে হবে। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর।

চূড়ান্ত বর্ষের পরিক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। সেক্ষেত্রে ৩১-১০-২০১৭ তারিখের মধ্যে ফল প্রকাশিত হয়ে থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস সংক্রান্ত প্রশ্ন, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড পারসেপশন টেস্ট, মেটেরিয়াল, কালার অ্যান্ড কনসেপচুয়াল টেস্ট এবং পার্সোনাল ইন্টারভিউ। পরীক্ষা ২৮ মে। লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ৩১ মে। অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.iicd.ac.in. দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে। প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। ফি বাবদ অনলাইন সিস্টেমে দিতে হবে ১৫০০ টাকা। অনলাইন আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটা নিজের কাছে রাখতে হবে। বিশদে আরও তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

এগ্রিকালচারে এমএসসি কোর্স

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে এমএসসি এবং এগ্রিকালচার বায়োটেকনোলজি বিষয়ে এমএসসি কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্তের আহ্বান করছে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি।

১) এমএসসি ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট:

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫০% নম্বর সহ বিএসসি অনার্স অথবা ৫৫% নম্বর সহ বিএসসি (৩ বছরের জেনারেল ডিগ্রি) পাস।

২) এমএসসি ইন এগ্রিকালচার বায়োটেকনোলজি:

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বায়োসায়েন্স/এগ্রিকালচার সমতুল বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর সহ বিএসসি অনার্স অথবা ৫৫% নম্বর সহ বিএসসি (তিন বছরের জেনারেল ডিগ্রি) পাস। উভয় ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নম্বরের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পাবেন।

লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

ভর্তি ফি: ভর্তির সময় দিতে হবে ১৭১০০ টাকা।

আবেদন করতে হবে অফলাইনে নির্ধারিত ফর্মে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নরেন্দ্রপুর আশ্রম ক্যাম্পাসের ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ফ্যাকাল্টি সেন্টার থেকে ২৫০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও http://narendrapur.rkmvu.ac.in এই ওয়েবসাইট থেকেও ফর্ম ডাউনলোড করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৩০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট দিতে হবে। কলকাতায় প্রদেয় 'Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, RKMVERI'-এর অনুকূলে ডিডি দেবেন। সঠিকভাবে পূরণ করা ফর্ম সরাসরি গিয়ে জমা করবেন অথবা ডাকযোগে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: Dean, IRDM Faculty Centre, Ramkrishna Mission Vivekananda University, Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, Kolkata 700103.

ফর্ম সংগ্রহ করা ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৭ জুন। লিখিত পরীক্ষা হবে ১০ জুন। ইন্টারভিউয়ের জন্য বাছাই প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে ১৪ জুন। ইন্টারভিউ হবে এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ের জন্য ১৭ জুন এবং এগ্রিকালচার বায়োটেকনোলজি বিষয়ের জন্য ১৬ জুন। ইন্টারভিউয়ের দিনই যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে। ভর্তির শেষ তারিখ ২২ জুন।

প্যাকেজিংয়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স

প্যাকেজিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং। এটি কেন্দ্রের বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রকের অধীনস্থ স্বয়ংশাসিত একটি সংস্থা। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। কোর্সটি পড়ানো হবে প্রতিষ্ঠানের কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই এবং হায়দরাবাদ ক্যাম্পাসে। কোর্স শুরু হবে জুলাই মাসে।

আসনসংখ্যা: কলকাতা: ৮০টি, দিল্লি: ১০০টি। হায়দরাবাদ: ৪০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজির যে কোনও শাখায় অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির নম্বর সহ স্নাতক। বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ও ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১৫ জুন। ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতায়।

অনলাইন-অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে আবেদন করা যাবে। অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.iip_in.com. অথবা আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে প্রতিষ্ঠানের কলকাতা ক্যাম্পাস থেকেও।

অনলাইন আবেদন করতে পারবেন ওপরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণাদি এবং কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে ডিমান্ড ড্রাফট অথবা অনলাইনে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার নেট ব্যাংকিং বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। ড্রাফটের মাধ্যমে ফি জমা দিলে ড্রাফটটি 'Indian Institute Of Packaging'-এর অনুকূলে মুম্বইয়ে প্রদেয় হতে হবে। অনলাইনে ফি দিলে ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে। অনলাইন আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: ১) অফলাইন ফি পেমেন্টের ক্ষেত্রে ডিমান্ড ড্রাফটের নথি। ২) অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ২ কপি ফোটো। ফোটোগুলি দরখাস্ত এবং অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। ৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল। ৪) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। এবং ৫) প্রার্থীর নাম-ঠিকানা ও পিন কোড লেখা ২টি খাম।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত স্পিড পোস্ট বা কুরিয়র বা রেজিস্টার্ড ডাকে ৯ জুনের মধ্যে এই ঠিকানায় পৌঁছতে হবে: Indian Institute Of Packaginig, Block C.P.-10, Sector-V, Salt Lake, Bidhan nagar, Kolkata 700091. বিশদে আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

প্লাস্টিক টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং পোস্ট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (সিপেট)। এটি ভারত সরকারের রসায়ন ও পেট্রোরসায়ন বিভাগের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। কোর্স শুরু হবে আগস্টে।

কোর্সের বিবরণ: ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক টেকনোলজি। ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক মোল্ড টেকনোলজি: শিক্ষাগত যোগ্যতা: দুটি কোর্সের ক্ষেত্রেই অন্তত ৩৫ শতাংশ নম্বর-সহ মাধ্যমিক। বয়স : ৩১-৫-২০১৭ তারিখ অনুসারে অন্তত ১৫ বছর এবং ৩১-৭-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী ২০ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক প্রোসেসিং অ্যান্ড টেস্টিং: শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্যতম বিষয় হিসেবে কেমিস্ট্রি-সহ বিএসসি। বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখে ১৫ থেকে ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল: শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স-সহ বিএসসি। বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

পোস্ট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক মোল্ড ডিজাইন (ক্যাড/ক্যাম-সহ): শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্লাস্টিক টেকনোলজি বা টুল/প্রোডাকশন/অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেকাট্রনিক্স বা টুল অ্যান্ড ডাই মেকিং বা সিপেট থেকে প্লাস্টিক মোল্ড টেকনোলজি বা প্লাস্টিক টেকনোলজিতে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

নিয়মানুসারে তফসিলি এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রার্থীরা সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি সেমেস্টার-পিছু পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা বা পোস্ট ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে ২০,০০০ টাকা এবং ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে ১৬,৭০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ২৫ জুন। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর পছন্দের যে-কোনও তিনটি কেন্দ্র উল্লেখ করে দিতে হবে।

অনলাইন ও অফলাইনে দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.cipet.gov.in , www.cipetonline.com প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২ জুন।

মনে রাখবেন, অনলাইনে আবেদনের সময় জেপেগ বা জেপিজি বা পিএনজি বা জিআইএফ ফরম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো (৪০০x৪০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং (৪০০x৩০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ২৫০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদন করলে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

অফলাইন আবেদন করার জন্য ব্রোশিওর-সহ ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এই ঠিকানা থেকে: সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, সিটি সেন্টার, দেভোগ পি.ও., ডিসট্রিক্ট পূর্ব মেদিনীপুর, হলদিয়া-৭২১৬৫৭।

উপরোক্ত ঠিকানায় নগদে ফি জমা দিয়ে দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। সাধারণ-২৫০ টাকা, তফসিলি- ৫০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যায়িত নকল এবং দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল-সহ পূরণ করা আবেদনপত্র অথবা অনলাইন আবেদনপত্রের প্রিন্টআউট ২ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Principal Director (Academics), CIPET Head Office, Guindy, Chennai-600032.

অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: ০৩২২৪-২৫৫৫৩৪। ই-মেল: cipet.haldia@gmail.com

'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এ এখন পুরো চার পাতা জুড়ে জীবিকার খোঁজখবর

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০১৭

২৫৯ জন বনরক্ষী নিয়োগ করবে রাজ্য বনবিভাগ

২৫৯ জন বনরক্ষী নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফরেস্ট ডিরেক্টরেট। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 4/2017/WBPRB.

মোট শূন্যপদ: ২৫৯টি। সাধারণ ১০৬, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ৯, তফসিলি জাতি ৮৮, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, তফসিলি উপজাতি ১৭, ওবিসি-এ ২২, ওবিসি-বি ১৪.।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল।

দৈহিক মাপজোক: ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৩ সেমি, বুকের ছাতি ৮৪ সেমি। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৭৯ সেমি। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা চায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে ১৫০ সেমি। উভয়ক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি: দূরের ক্ষেত্রে চশমা সহ ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১২, অথবা দু'চোখেই ৬/৯। বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না। স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা এবং শারীরিক সক্ষমতা থাকতে হবে।

বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণিরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৫৪০০-২৫২০০ টাকা। গ্রেড পে ১৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোখ, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা এবং পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে। সবশেষে হবে মেডিক্যাল এগজামিনেশন। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ, ইংলিশ, এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স এবং রিজনিং বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘণ্টা। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪ ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৬ কিলোমিটার হাঁটা।

অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই আবেদন করা যাবে। অনলাইন আবেদন করবেন: www.policewb.gov.in/ www.wildbengal.com এই দুটি ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির মাধ্যমে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১৯ মে। প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করার সময় প্রার্থীর ফোটো এবং সই আপলোড করতে হবে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ওপরের ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নিতে হবে। দরখাস্তের ওপর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর আছে কি না দেখে নিয়ে যথাযথভাবে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

ফি বাবদ দিতে হবে ২২০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কেবল ২০ টাকা। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিং বা ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৫ টাকা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও।

ওপরের ওয়েবসাইট থেকেই চালান ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর ওয়েবসাইটে পুনরায় লগ ইন করে ফি সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে দরখাস্ত সাবমিট করতে হবে। সাবমিট করার পর দরখাস্তের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পর চালানের তথ্য সহ অনলাইন আবেদনপত্র সাবমিটের শেষ তারিখ ২৪ মে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ই-পেমেন্ট সুবিধাযুক্ত যে কোনও পোস্ট অফিসে ইন্ডিয়া পোস্ট চালানের মাধ্যমে। ফি দিতে হবে 'West Bengal Police Recruitment Board' এর অনুকূলে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হবে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া রিসিপ্ট দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। এছাড়াও ডাউনলোড করে নেওয়া ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ফি জমা দিয়ে পাওয়া চালানের রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অংশটি দরখাস্তে সেঁটে দেবেন।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়ার নথি-সহ পূরণ করা দরখাস্ত ১৯ মে-এর মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন এই ঠিকানায়: Chairm, West Bengal Police Recruitment Board, Araksha Bhaban, 5th Floor, Block-DJ, Sector-II, Salt lake City, Kolkata 700091. খামের উপর Name of the Recruitment, Name of the Post, Application Sl. No. লিখে দিতে হবে। বিশদে আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

ভারতীয় ডাকবিভাগ নিয়োগ করবে ৪৯৮২ জন গ্রামীণ ডাকসেবক

রাজ্য জুড়ে ৪৯৮২ জন গ্রামীণ ডাকসেবক নিয়োগ করবে ভারতীয় ডাকবিভাগ। পুরুষ-মহিলা উভয়েই আবেদন করতে পারেন। নিয়োগ হবে ওয়েস্টবেঙ্গল পোস্টাল সার্কেলের বিভিন্ন ইউনিটে— ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, মেল ডেলিভারার, মেল ক্যারিয়ার ও প্যাকার পদে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত মাধ্যমিক পাস। প্রার্থীর কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে এবং স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ৬০ দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০ বছরের ছাড় পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য নির্ধারিত মোট ৪৯৮২টি শূন্যপদের মধ্যে তফসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য ৯৪৫টি, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ২৫২টি এবং ওবিসিদের জন্য ১২২৪টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

গ্রামীণ ডাকসেবক পদে নির্বাচিত প্রার্থী যদি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দা না হন তাহলে কাজে যোগদানের আগে তাকে সংশ্লিষ্ট শাখা ডাকঘর সংলগ্ন গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এই মর্মে প্রার্থীকে আবেদনের সময়েই একটি ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে। ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার ছাড়া বাকি সব পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা সংশ্লিষ্ট শাখা ডাকঘরের ডাক বিতরণের এলাকার বাসিন্দা হতে হবে।

ডাকঘর হিসাবে কাজ চালানোর উপযোগী জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার পদে নির্বাচিত প্রার্থীকেই এবং সে বাবদ খরচও বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টারকে।

গ্রামীণ ডাকসেবক পদে নির্বাচিতদের ২৫০০০ টাকা এবং ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার ছাড়া অন্য ডাকসেবকদের ১০০০০ টাকা ফিডেলিটি গ্যারান্টি বন্ড বা, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ডাকবিভাগে জমা রাখতে হবে। ডাকসেবকদের এমন কোনও এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত থাকা চলবে না যার কাজকর্ম ডাকবিভাগের কাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।

ডাকসেবকরা তাঁদের কাজের বিনিময়ে অ্যালাওয়েন্স পাবেন। পদ অনুসারে পরিমাণ: ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার: ২৭৪৫-৪২৪৫ টাকা, মেল ডেলিভারার: ২৬৬৫-৪১৬৫ টাকা, মেল ক্যারিয়ার: ২২৯৫-৩৬৯৫ টাকা, প্যাকার: ২২৯৫-৩৬৯৫ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি মেধা তালিকা অনুসারে। মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়েই পাস নম্বর থাকতে হবে। একাধিক প্রার্থীর একই নম্বর থাকলে বয়সের নিরিখে মেধা তালিকা তৈরি হবে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে ১৯ মে এর মধ্যে। অনলাইন আবেদনের জন্য প্রথমে নাম রেজিস্টার করতে হবে এই দুই ওয়েবসাইটের কোনও একটির মাধ্যমে: indiapost.gov.in., appopst.in/gdsonline. রেজিস্টার করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখতে হবে।

ফি বাবদ সাধারণ ও ওবিসি ক্যাটেগরির পুরুষ প্রার্থীদের ১০০ টাকা জমা দিতে হবে নিকটবর্তী কোনও হেড পোস্ট অফিসে। পোস্ট অফিসের কাউন্টারে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি জানাতে হবে। তফসিলি এবং মহিলা প্রার্থীদের ফি লাগবে না।

ফি জমা দেওয়ার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং ফি পেমেন্ট নম্বর উল্লেখ করে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: indiapost.gov.in. দরখাস্তে পছন্দের ক্রমানুসারে পদের নাম উল্লেখ করা যাবে।

দরখাস্তের সঙ্গে আপলোড করতে হবে এইসব নথিপত্রের স্ক্যান করা ছবি: মাধ্যমিকের মার্কশিট বা সার্টিফিকেট, কম্পিউটার সার্টিফিকেট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেট, ফোটো, সই।

নির্বাচিত হলে প্রার্থী ডাকবিভাগের এসএমএস ও ইমেল পাবেন। খুঁটিনাটি তথ্য ও অঞ্চল অনুযায়ী শূন্যপদের তালিকা দেখা যাবে ওপরের ওয়েবসাইটে।

এই প্রথম কোনও বাংলা দৈনিকে সপ্তাহে সাতদিনই

রঙিন সাপ্লি

আপনার এলাকায় যুগশঙ্খ না পেলে ফোন করুন সার্কুলেশন বিভাগে